দৈনিক ইনকিলাব

পত্রিকা ... 11 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এক শিক্ষকের কর্মকাণ্ডে ক্ষোভের সৃষ্টি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের আওয়ামী লীগ সমর্থিত এক শিক্ষকের কর্মকাণ্ডের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীসহ সবার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। একের পর এক অদ্ভুত সব কাণ্ড করে তিনি নিজেকে বিতর্কিত ও সমালোচিত করে তুলেছেন। প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কুরুচীপূর্ণ বক্তব্য, ভিসি সম্পর্কে পোস্টার ছাপানো, যশোরের এক অতিরিক্ত জজকে প্রহার করা থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অশোভন আচরণের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, তিনি একের পর এক মামলা করে চলেছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হতে শুরু করে বিভাগের ৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ঢাবি শিক্ষকের কর্মকাণ্ডে ক্ষোভের সৃষ্টি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফার্স্টবয় পর্যন্ত তার মামলার আসামী। এ আচরণের কারণে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি হতে। চাকরি থেকে অপসারণের দাবী উঠেছে আরো অনেক আগেই। তার এসব কর্মকাণ্ডে বিব্রত আওয়ামী লীগপন্থী নীল দলের শিক্ষকরা ও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা। তার পরও স্বার্থান্বেষী একটি মহল বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার জন্য তাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ফায়দা হাসিলের চক্রান্ত করছে। শিক্ষক শফিকুর রহমান ক্যাম্পাসে আলোচিত হন যখন আইন বিভাগের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা তার ক্রমাগত অনৈতিক ও অশিক্ষক সুলভ আচরণের প্রতিবাদে লাগাতার ধর্মঘটসহ আন্দোলন শুরু করে। এর আগে গত ৩১ ডিসেম্বর ২য় বর্ষের ক্লাসে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে তিনি কুরুচীপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে ব্যাপক সমালোচিত হন। উল্লেখ্য, তার বিরুদ্ধে আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ১০টি অভিযোগের ৭টিই তার অনৈতিক ও কুরুচিপূর্ণ আচরণ সম্পর্কিত। তার মধ্যে রয়েছে- ছাত্রীদের উত্যক্ত করা, এক ছাত্রীকে রুমে ডেকে মানসিক নির্যাতন চালানো পছন্দ না হলে মাইনাস হাফ নম্বর প্রদান, টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় যাকে ইচ্ছা পূর্ণ ৫ যাকে ইচ্ছা শূন্য দেয়ার ঘোষণা দেয়া। এক ছাত্রী তার অনৈতিক আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে লিখিত পত্র দিয়েছে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে গত ৮ ডিসেম্বর যশোর জেলার অতিরিক্ত জজ মাহমুদুল কবীরকে মেরে তার পা ভেঙ্গে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে।

এদিকে শফিকুর রহমান প্রথম হতেই তার অপসারণের দাবীতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের এ আন্দোলনকে ছাত্রদলের আন্দোলন বলে অভিহিত করে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করলেও জানা যায়, আইন বিভাগের প্রায় ১৭৫ জন ছাত্রছাত্রী তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে, যারা প্রায় সকলেই সাধারণ ছাত্রছাত্রী। এছাড়াও আইন বিভাগের যে ক'জন ছাত্রের বিরুদ্ধে তিনি মামলা করেছেন তাদের অধিকাংশই কোনরকম ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত নয় বলে জানা গেছে। শফিকুর রহমান প্রথম হতেই ছাত্রলীগের সহানুভূতি আদায়ের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ভাঙচুরের বক্তব্য প্রচার করলেও পরবর্তীতে এ বক্তব্য অসত্য বলে প্রমাণিত হয়। যে কারণে ছাত্রলীগ পরবর্তীতে তার পক্ষে আর কোন সমর্থন দেয়নি। এছাড়াও তিনি নিজেকে আওয়ামী সমর্থক বলে প্রচার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন প্রভাবশালী শিক্ষকের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা করে যাচ্ছেন। সেসব মামলার আসামীর মধ্যে আওয়ামী সমর্থক নীল দলের অনেক শিক্ষকও রয়েছেন। তিনি এ পর্যন্ত ৭টি মামলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে করেছেন; এমনকি তিনি আইন বিভাগের সাদা এবং নীল দলের সমস্ত শিক্ষকের (একমাত্র প্রফেসর মিজানুর রহমান ব্যতীত) বিরুদ্ধেও মামলা করেছেন। তার বিভিন্ন উদ্ভট কর্মকাণ্ডের কারণে শিক্ষক সমিতির সভায় তাকে অপ্রকৃতিস্থ, নির্লজ্জ বলে অনেকে আখ্যায়িত করেন যার প্রতিবাদ কেউ করেননি। তাকে শিক্ষক সমিতি হতে বহিষ্কার করা হলে একজন শিক্ষকও তার পক্ষাবলম্বন করেননি কিংবা তার পক্ষে বক্তব্য দেননি বলে জানা গেছে। শফিকুর রহমানের অশিক্ষকসুলভ আচরণের জন্যও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। নীল দলের প্রভাবশালী শিক্ষকও তার হাতে অপমানিত হয়েছেন। তার এ সমস্ত আচরণের প্রতিবাদে শহীদুল্লাহ হলের সমস্ত শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তাকে অপসারণের আবেদন জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অবস্থিত বাংলাদেশ আইন সমিতির উপরে হস্তক্ষেপ ও এর কর্মকর্তাদের হুমকি প্রদানের অভিযোগে সমিতি বাদী হয়ে শফিকুর রহমানের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করেছে। অভিযোগ রয়েছে নিজের টাকা দিয়ে তিনি সাদা-কালো ও রঙ্গীন পোস্টার ছাপিয়ে সমস্ত ক্যাম্পাসে লাগিয়েছেন যা ছাত্রছাত্রীদের কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে। পোস্টারে ভিসি সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যে শফিকুর রহমানের বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে নিন্দার ঝড় উঠেছে। এর পাশাপাশি তার বাসায় ঘটে যাচ্ছে একের পর এক বোমা হামলা কিংবা গুলীবর্ষণের রহস্যজনক ঘটনা।

তার অফিস রুমে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্তের জন্য কর্তৃপক্ষ তাকে ডাকলে তিনি আসেননি। এসব ঘটনা অনেকেই সাজানো নাটক বলে মনে করছেন। সর্বশেষ কিছুদিন আগে রাতে তার বাসায় যে বোমা হামলার ঘটনার কথা বলা হচ্ছে, গোয়েন্দার একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে তা আদৌ সত্য নয়। সংঘটিত এসব ঘটনার জন্য শফিকুর রহমান সবসময় ছাত্রদলকে দায়ী করেন। গুলীবর্ষণের ঘটনায় যে তিনজনের নামে তিনি পোস্টার ছাপেন তাদের একজন সাফায়াত হোসেন সবুজ ঘটনার দিন ঢাকার বাইরে ছিলেন বলে জানা গেছে।